বাকশিস সম্মেলনে

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সভাপতি করে পরিচালনা কমিটি গঠনের দাবি

■ ভাববেন না আমি ইচ্ছা করলেই সব সিদ্ধান্ত নিতে পারি : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সভাপতি করে পরিচালনা কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছেন কলেজ শিক্ষক সমিতির (বাকশিস) নেতারা। এছাড়াও তারা পুরো শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণ ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণের দাবি জানিয়েছেন।

গতকাল রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব দাবি জানানো হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

শিক্ষক নেতাদের দাবির বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমি সরকারের হয়ে কাজ করি বলে ভাববেন না, আমি ইচ্ছা করলেই সব সিদ্ধান্ত নিতে পারি। বিষয়টা এমন নয় যে, আমাদের কাছে টাকা ভর্তি একটি সিন্দুক আছে, আর তার চাবি নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই। সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়, আমাকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমি সেটি পালন করার চেষ্টা করি। তবে আপনাদের দাবি বাস্তবায়নে আমি চেষ্টা করব।'

বর্তমানে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিরাই সাধারণত নানাভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হন। কিছুদিন আগেও পদাধিকারবলে সর্বোচ্চ চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে পারতেন স্থানীয় সংসদ সদস্যরা (এমপি)। তবে সম্প্রতি উচ্চ আদালতের নির্দেশে এমপিদের সভাপতি হওয়ার ওই সুযোগ বন্ধ হয়েছে। সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, 'আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হলো শিক্ষার গুণগত মান অর্জন করা। আর এটা নিশ্চিত করতে

বাকশিস : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

বাকশিস : সম্মেলনে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

পারেন গুণগত মানের শিক্ষকরা। এজন্য শিক্ষকদের গুণগত মান বাড়াতে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। শিক্ষকদের জন্য এই সরকার কি না করেছে। কিন্তু শিক্ষকরা দেশের কথা শুনতে আগ্রহী নন।'

সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণের দাবি জানিয়ে সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয় যদি নীতিমালা করে থাকে, সেটাও শিক্ষকদের জানার অধিকার আছে।'

তিনি বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের জন্য অধ্যাপক পদ সৃষ্টির দাবি জানিয়ে বলেন, 'যে চাকরিতে কোনো পদোন্নতি নেই, সেটা কোনো চাকরি হতে পারে না। আমরা পদোন্নতি চাই, এমপিওর সঠিক প্রয়োগ চাই। আমরা সরকারকে সম্মান করি, কিন্তু এমন সমর্থন দিতে পারব না যে মানুষ আমাদের দালাল বলবে।'

সমিতির সভাপতি আসাদুল হক বলেন, যে বৈষম্যের জন্য শিক্ষকরা আন্দোলন করেছেন, এখনো তা দূর হয়নি। এই বৈষম্য দূর করতে পুরো শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণ করতে হবে।

তিনি জাতীয়করণ করা কলেজ শিক্ষকদের ক্যাডারভুক্তির বিষয়ে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের সংগঠন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির বিরোধিতার আন্দোলনের সমালোচনা করেন। আসাদুল হক বিসিএস শিক্ষা সমিতির শীর্ষ নেতাদের উদ্দেশে বলেন, 'সংযত হয়ে কথা বলবেন, না হয় আপনাদের বিরুদ্ধেও কথা বলা শুরু হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের ছাত্ররাই সরকারি কলেজে চাকরি করে অধ্যাপক হয়ে যায়, আর আমরা লেকচারার পদেই থেকে যাই। সরকারি কলেজের শিক্ষকরা এমন আচরণ করেন যেন তারা ব্রাহ্মণ, আর আমরা বেসরকারি শিক্ষকরা নমঃশূদ্র, এমনটি চলতে পারে না।'

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ নুরুন নবী সিদ্দিকী, শিক্ষকনেতা আজিজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী প্রমুখ। সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা থেকে কয়েক হাজার শিক্ষক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।